চট্টগ্রামের বিশ্বকলোনী এলাকার বাসিন্দা মনি বেগমকে সীতাকুন্ড থানায় নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

চট্টগ্রামের বিশ্বকলোনী এলাকার বাসিন্দা গৃহবধু মনি বেগম (৩৮) কে ১৮ জুলাই ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় তাঁর নিজ বাড়ি বনফুল-৩৪৩/৩৪৪, ব্লক-জি, বিশ্বকলোনী থেকে সীতাকুন্ড থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই খালেদ হোসেনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সদস্য ধরে নিয়ে যায়।২৯ জুলাই ২০১২ বেলা আনুমানিক ২.০০ টায় এসআই মোঃ খালেদ কারাগার থেকে মনি বেগমকে রিমান্ডে এনে নির্যাতন করে বলে মনি বেগম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছে।

মনি বেগমের পিতা মৃত আব্দুল মতিন, মা রুমের নেছা এবং স্বামী মৃত শহীদ। গ্রামঃ সর্নাগ্রাম, পোস্টঃ বাকিলা বাজার, থানাঃ হাজীগঞ্জ, জেলাঃ চাঁদপুর। মনি বেগমের দুই মেয়ে, শারমিন আক্তার এবং শাবরীন আক্তার।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে-

- নির্যাতিত মনি বেগম
- মনি বেগমের মেয়ে, শারমিন আক্তার ও শাবরীন আক্তার
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক
- প্রত্যক্ষদর্শী (জেল পুলিশ)
- মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য

মনি বেগম (৩৮), নির্যাতিত নারী

মনি বেগম অধিকারকে জানান, ১৮ জুলাই ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় তাঁর বাসার নিচ তলার গেটে কয়েকজন লোক কড়া নাড়ে। তিনি নিচে গেলে তারা নিজেদেরকে পুলিশের লোক বলে পরিচয় দেয় এবং দরজা খুলতে বলে। দরজা খোলার পর তাঁরা মনি বেগম এর পরিচয় জানতে চায়। মনি বেগম তাঁর পরিচয় দিলে পুলিশ সদস্যরা তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটির খোঁজ করে। ফোনটা আনলে পুলিশ সদস্যরা মনি বেগমকে তাঁদের সঙ্গে যেতে বলে। মনি বেগম তাঁর যেতে চাওয়ার কারণ জানতে চাইলে পুলিশ সদস্যরা মনি বেগমকে জানায় তাঁর নামে সীতাকুন্ড থানায় মামলা হয়েছে। তখন তাঁদের মধ্যে একজন সাদা পোষাকধারী নিজেকে সীতাকুন্ড থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই খালেদ হোসেন বলে পরিচয় দেয়। থানায় গিয়ে মনি বেগম জানতে পারেন তাঁদের এলাকায় ইব্রাহীম সুমন নামে তাঁর এবং তাঁর মৃত স্বামী শহীদের পুর্ব পরিচিত এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন এবং সীতাকুন্ড থানা এলাকায় তাঁর লাশ পাওয়া গেছে। সুমনের স্ত্রী মনি বেগমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। সেই মামলায় পুলিশ তাঁকে ধরে এনেছে। রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় এসআই খালেদ থানা হাজাতে এসে মনি বেগমকে বলে, " আপনার ফোনের কললিষ্ট থেকে ইব্রাহীম সুমন হত্যাকান্ডের সঙ্গে আপনার সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেছে, আপনি সব শিকার করুন।" কিছু সময় পর এসআই খালেদ চলে যায়। ২০ জুলাই ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় এস আই খালেদ আবারো হাজতে এসে মনি বেগমের হাত বাঁধে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা শিকার করতে বলে। এক পর্যায়ে এসআই খালেদ তাঁকে বেশ কয়েকটি চর-থাপ্পর মারে। তারপর রিমান্ডে এনে পেটানোর হুমকি দিয়ে চলে যায়। মনি বেগম বলেন, ২০ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় তাঁকে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (২) এর বিচারক ফরিদা ইয়াসমিনের আদালতে নিয়ে পুলিশ ৭ দিনের রিমান্ড চায়। আদালত ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে এবং তাঁকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে আসা হয়। ২৯ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় এসআই খালেদ তাঁকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সীতাকুন্ড থানায় নিয়ে আসে। রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় তাঁকে হাজত থেকে বের করে দুই হাতে হাতকড়া পড়িয়ে আরেকটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। মনি বেগম বলেন, সেখানে এসাআই খালেদের নেতৃত্বে ৮/১০ জন পুরুষ পুলিশ সদস্য (কয়েকজন পুলিশের পোষাকে ও কয়েকজন সাদা পোষাকে) তাঁর ওপর চড়াও হয়। এসময় ১ জন মহিলা পুলিশ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা তাঁকে ইব্রাহীম সুমন হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করতে বলে। তিনি কিছু জানেন না বললেই তাঁরা সবাই মিলে লাঠি দিয়ে তাঁকে পেটাতে থাকে। কয়েক মিনিট পেটানোর পর একটি চেয়ারে বসিয়ে হাতের কনুইতে ইলেকট্রিক শক দেয়। এতে তিনি মেঝেতে পড়ে গেলে সবাই মিলে আবার পেটানো শুরু করে। বুট দিয়ে বুকে, পিঠে ও তলপেটে লাথি মারতে থাকে। কিছুক্ষন পর মেঝে থেকে তুলে দুপায়ের হাটুর উপরে উরুতে ইলেকট্রিক শক দেয় এবং হাতে ও পিঠে জলন্ত সিগারেটের ছ্যাকা দেয়। এভাবে প্রায় কয়েক ঘন্টা ধরে তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের একপর্যায়ে তিনি

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরদিন ৩০ জুলাই ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় জ্ঞান ফেরার পর তিনি তাঁকে সীতাকুন্ড হাসপাতালে দেখতে পান। তাঁর সারা শরীরে তখন ব্যাথায় নড়াচড়া করার শক্তিটুকুও ছিল না। তিনি দেখেন সীতাকুন্ড হাসপাতালের ডাক্তার তাঁকে রাখতে চাচ্ছে না আর পুলিশ ভর্তি নিতে জোর করছে। কিছু সময় পর সীতাকুন্ড হাসপাতাল থেকে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুপারিশ করে দেওয়া হয়। ৩০ জুলাই ২০১২ বেলা আনুমানিক ১.০০ টায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে ভর্তি করা হয়।

শারমিন আক্তার (১৯),মনি বেগমের বড় মেয়ে

শারমিন আক্তার অধিকারকে জানান, ১৮ জুলাই ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় তাঁর মা মনি বেগমকে সীতাকুন্ড থানার পুলিশ সদস্যরা গ্রেপ্তার করে। ২৯ জুলাই ২০১২ পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে তাঁরা কোন দেখা সাক্ষাৎ করতে পারেননি। ৩০ জুলাই ২০১২ তাঁর খালু আবু তালেবের মাধ্যমে মাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে জানতে পেরে ওই দিন বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় ছোট বোন শাবরীন আক্তারকে নিয়ে মেডিকেলে গিয়ে দেখেন হাতকড়া পরা অবস্থায় মনি বেগম হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন। পরে অবশ্য ডাক্তারদের অনুরোধে পুলিশ মায়ের হাত থেকে হাতকড়া খুলে দেয়। তিনি জানান, তাঁর মা মনি বেগমের সারা শরীর ও মুখ অস্বাভাবিক ভাবে ফোলা ছিল। পরে তাঁর কাপড় পাল্টানোর সময় সারা শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন দেখতে পান। হাতের কনুইয়ের ওপরে, আঙ্গুলের মধ্যে, উরুতে ও পায়ের নিচে ইলেকট্রিক শক, সিগারেটের ছ্যাকা ও পেটানোর দাগ এবং পিঠে, বুকে ও তলপেটে দাগ ছিল। ৩ অগাস্ট সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় সীতাকুন্ড থানার ওসি আমিনুল ইসলামসহ ৩/৪ জন পুলিশ সদস্য হাসপাতালে এসে তাঁর মাকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মা তখনো অসুস্থ থাকায় হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাঁকে ছাড়েননি।

ইমাম হোসেন (৩২) মনি বেগমের ভাগিনা

ইমাম হোসেন অধিকারকে জানান, ১৯ জুলাই ২০১২ তিনি এসআই খালেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই দিন আদালতে না পাঠানোয় হয়রানির আশংকায় ২০ জুলাই ২০১২ রাত আনুমানিক ২.০০ টায় এসআই খালেদকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা দেন। পরে মনি বেগমকে রিমান্ডে নিয়ে এস আই খালেদ হোসেনকে নির্যাতন না করার অনুরোধ জানিয়ে, তিনি এসআই খালেদ হোসেনকে আরো ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা দেন এবং বলেন যে, তাঁর খালা যদি দোষী হয় তবে আদালতের মাধ্যমে বিচার হবে,তাঁরা যেন কোন নির্যাতন না করে। টাকা নেওয়ার পর এসআই খালেদ বলেছে আপনারা হত্যাকান্ডের একটা ক্লু দিন, আমি কিছু বলব না। " কিন্তু আমরা কি ক্লু দেব?" এধরনের প্রশ্ন করলে দারোগা চুপ করে থাকেন। ২৯ জুলাই ২০১২ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের নামে রাতভর নির্যাতনের পর ৩০ জুলাই ২০১২ থেকে ৭ অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুলিশের পিড়াপিড়িতে ৭ অগাস্ট ২০১২ খালা সম্পুর্ণ সুস্থ হবার আগেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে

রিলিজ করে দিতে বাধ্য হয়। তবে ছাড়পত্রে খালার শরীরের ১১ টি স্থানে নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেন চিকিৎসক। ওই ছাড়পত্রের ফটোকপি তাঁরা সংগ্রহ করেন। ৭ অগাস্ট ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.৩০ টায় হাসপাতাল থেকে রিলিজ করলেও পুলিশ হাসপাতালের ছাড়পত্র ছাড়াই বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় তাঁকে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফরিদা ইয়াসমিনের আদালতে হাজির করা হয়। তবে এদিন এস আই খালেদ হাসপাতালে বা আদালতে আসেনি। সীতাকুন্ড থানার ৩/৪ জন পুলিশ সদস্য মনি বেগমকে হাসপাতাল থেকে রিসিভ করে আদালতে নিয়ে যায়। কিন্তু মামলার নথিতে হাসপাতালের ছাড়পত্র না থাকায় এবং মনি বেগমের শারীরিক অবস্থা দেখে আদালত পরিদর্শক তাঁকে গ্রহণ না করে হাসপাতালের ছাড়পত্র সহ নিয়ে আসতে বলে। তখন পুলিশ আদালত থেকে তাঁর খালা মনি বেগমকে কোতোয়ালী থানায় নিয়ে যায়। পরদিন ৮ অগাস্ট ২০১২ এসআই খালেদ আদালতে এসে আরেকটা জাল ছাড়পত্র সহ তাঁর খালাকে আদালতে তোলে। এসময় মনি বেগম এর আইনজীবী আসল ছাড়পত্রটা আদালতের নজরে আনলে আদালত আসল ছাড়পত্র নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর খালাকে কারা হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করানোর নির্দেশ দেয়। পুলিশের দাখিল করা ওই ছাড়পত্রে উল্লেখ আছে ডায়াবেটিস থাকায় রিমান্ড চলাকালে মনি বেগম অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ কারণে ৮ দিন তাঁকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। কিন্তু মনি বেগমের ডায়াবেটিস নেই। আর তাঁকে যে ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ডের ১৭ নং বেডে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে সেখানে কোন ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা করানো হয় না। কারা হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করানোর জন্য আদালতের নির্দেশনা থাকলেও কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি না করে সাধারণ ওয়ার্ডে রাখে।

লুতফুন্নাহার বেগম, মহিলা জেল পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী

চট্টগ্রাম কারা পুলিশের সদস্য লুতফুন্নাহার অধিকারকে জানান, মনি বেগমকে কারাগার থেকে ২৯ জুলাই ২০১২ সীতাকুন্ড থানায় রিমান্ডে নেয়ার সময় নিয়মানুযায়ী জেল পুলিশ সদস্য হিসেবে জেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি মনি বগমের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু মনি বেগমকে থানা হাজত থেকে বের করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পৃথক ঘরে নেওয়ার সময় তাঁকে সেই ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। এসআই খালেদ হোসেন তাঁকে দারোগাদের ঘরে বসতে বলেছিলেন। আনুমানিক ১ ঘন্টা পর অসুস্থ অবস্থায় মনি বেগমকে ওই ঘর থেকে বের করে সীতাকুন্ড হাসপাতালে নেয়া হয়। পরদিন ৩০ জুলাই ২০১২ আনুমানিক ১২.০০ টায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তিনি জানান ৩১ জুলাই ২০১২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মনি বেগমের ডিউটি করেছেন।

বিধু ভূষণ ভৌমিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড হাসপাতাল

বিধু ভূষণ ভৌমিক অধিকারকে জানান, ৩০ জুলাই সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় সীতাকুন্ড থানা পুলিশ গুরুতর অবস্থায় মনি বেগমকে সীতাকুন্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

নিয়ে আসে। তখন মনি বেগম তীব্র শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। এ কারণে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার অবস্থা দেখেই মনে হয়েছিল তার উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন, এ কারণে তাঁর শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা ভাল ভাবে দেখা হয় নি।

ডা. শম্ভু দাশ, চিকিৎসক ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (মনি বেগমের চিকিৎসা প্রদানকারী)

ডা. শুম্ভু দাশ অধিকারকে জানান, ক্যাজুয়ালিটি বিভাগ অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিভাগ। এই বিভাগে চিকিৎসা নেওয়া কোন রোগী বা অন্য যে কোন ধরনের তথ্য বাইরে দেওয়ার বিধান নেই। এ কারণে কোন তথ্য জানাতে তিনি অপারগ।

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এডভাকেট, জজ কোর্ট, চট্টগ্রাম (মনি বেগমের আইনজীবি)

এডভোকেট হেলাল উদ্দিন অধিকারকে জানান, সীতাকুন্ড থানায় দায়ের করা মৃত ইব্রাহিম সুমনের স্ত্রী রেহানা আক্তারের দায়ের করার (মামলা নং-১৯, ধারা-৩০২/৩৪, তারিখ ১৮ জুলাই ২০১২) মামলা রুজু হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ মনি বেগমকে গ্রেফতার করে এবং আইন বহির্ভূতভাবে ২ দিন থানায় আটকে রাখে। এরপর আদালতের মাধ্যমে রিমান্ডে নিয়ে ৮/১০ জন পুরুষ পুলিশ সদস্য একজন মহিলার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়, যা দেশের প্রচলিত আইন এর পরিপন্থি। পুলিশ শুধু তাঁকে নির্যাতন করেই ক্ষ্যান্ত হয় নি। হাসপাতালের ছাড়পত্র পর্যন্ত জাল করে প্রতারণার মাধ্যমে অভিযুক্তকে কোর্টে তুলেছে। ২৯ জুলাই ২০১২ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে পরলে ৩০ জুলাই ২০১২ থেকে ৭ অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত মনি বেগম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ৭ অগাস্ট ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.৩০ টায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মনি বেগমের শরীরের ১১ টি জায়গায় নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া গেছে উল্লেখ করে ছাড়পত্র দেন। কিন্তু এসআই খালেদ সারা দিন মনি বেগমকে অজ্ঞাত স্থানে রেখে কোর্ট শেষ হওয়ার আগ মুহুর্তে আদালতে নিয়ে আসে এবং হাসপাতালের ছাড়পত্র ছাড়াই তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কোর্ট ইনস্পেক্টর মনি বেগমের শারীরিক অবস্থা দেখে তাঁকে গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পর দিন হাসপাতালের ছাড়পত্র সহ আদালতে তুলতে বলেন। এই অবস্থায় এসআই খালেদ মনি বেগমকে ৭ অগাস্ট ২০১২ রাতে কোতোয়ালী থানায় রাখে। কিন্তু নিয়ম হল; কোন কারণে কোর্ট অভিযুক্তকে না নিলে সংশ্লিষ্ট থানায় নিয়ে যাওয়া এক্ষেত্রেও আইনের অবমাননা হয়েছে। পরদিন ৮ অগাস্ট ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় একটি জাল ছাড়পত্র (এই ছাড়পত্রে উল্লেখ ছিল মনি বেগম আগে থেকেই ডায়াবেটিকসহ নানা রোগে ভুগছিল এ কারনে তাকে চিকিৎসা দিতে হয়েছে) সহ মনি বেগমকে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (২) এর বিচারক ফরিদা ইয়াসমিনের আদালতে উপস্থাপন করে। কিন্তু মনি বেগমকে যে ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে সেখানে ডায়াবেটিকের চিকিৎসা দেওয়া হয় না। বিষয়টি তুলে ধরে প্রকৃত ছাড়পত্র মনি বেগমের আইনজীবি হিসাবে তিনি আদালতের নজরে

আনলে আদালত মনি বেগমকে কারাগারে পাঠিয়ে কারা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি ১৪ অগাস্ট ২০১২ একই আদালতে হাসপাতালের প্রকৃত ছাড়পত্র উপস্থাপনের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন। কিন্তু ১৪ অগাস্ট ২০১২ তারিখে পুলিশ অন্য কোন ছাড়পত্র উপস্থাপন করেনি। এই অবস্থায় আদালত প্রকৃত ছাড়পত্র আদালতে উপস্থাপন করার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়।

মো: ফরিদ উদ্দিন, উপ-সহকারী পুলিশ কমিশনার (উত্তর), চট্টগ্রাম

মো: ফরিদ উদ্দিন অধিকারকে জানান, রিমান্ডে নিয়ে মনি বেগমের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে এ ধরনের একটি অভিযোগ আমি পেয়েছি। কিন্তু অভিযোগের পক্ষে তেমন কোন তথ্য প্রমাণ পাইনি। এছাড়া মামলাটি সম্পর্কে যতটুকু জানি, মনি বেগম ইব্রাহিম সুমন হত্যাকান্ডের মুল পরিকল্পনাকারী এবং তিনিই মামলার প্রধান অভিযুক্ত। এ কারনে হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটনে পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং তিনি নিজে বাঁচতে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন এটাই স্বাভাবিক।

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ওসি, সীতাকুন্ড থানা, চট্টগ্রাম

সীতাকুন্ড থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আমিনুল ইসলাম অধিকারকে জানান, মনি বেগমের বাসা সীতাকুন্ড থেকে বিশ্বকলোনীর দুরত্ব অন্তত ৫০ কিলোমিটার হলেও ১৭ জুলাই ২০১২ রাতে তাঁর মোবাইল সীতাকুন্ডের টাওয়ারে অবস্থান করছিল। এছাড়া ইব্রাহীম সুমনের সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকবার কথা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে ইব্রাহিম সুমন হত্যাকান্ড সম্পর্কে মনি বেগমের জড়িত থাকার বিষয়ে সব ধরনের তথ্য তাঁদের কাছে আছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, মনি বেগম ডায়াবেটিকসসহ নানান রোগে ভুগছিলেন রিমান্ডে আনার পরপরই টেনশনে তিনি অসুস্থ হয়ে পরেন। এ কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁকে মাত্র কয়েক ঘন্টা থানায় রাখা হয়েছিল। এত অল্প সময়ে নির্যাতন করা সম্ভব নয় বলে তিনি দাবি করেন।

মু. খালেদ হোসেন,এসআই ও সেকেন্ড অফিসার, সীতাকুন্ড থানা, চট্টগ্রাম (অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তা)

এসআই খালেদ হোসেন অধিকারকে জানান, ১৮ জুলাই ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০ টায় সীতাকুন্ড থানার পৌরসভা এলাকার শেখপাড়াস্থ কসাইখানা সংলগ্ন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পুর্বপার্শ্বে হাত, পা ও মুখ বাধা অবস্থায় অজ্ঞাত এক ব্যাক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়। দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় খুলশী থানার জি ব্লক বিশ্ব কলোনীর ১ নং প্লটের রেহানা আক্তার থানায় এসে মৃতদেহটি তার স্বামী ইব্রাহিম সুমন এর বলে শনাক্ত করে। ওই দিন রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় উক্ত রেহানা আক্তার বাদী হয়ে মনি বেগম, স্বামী মৃত শহীদুর রহমান, প্লট নং ৩৪৩/৩৪৪ বনফুল বাড়ি, জি ব্লক বিশ্বকলোনী খুলশীকে অভিযুক্ত করে হত্যা মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-১৯, ধারা-৩০২/৩৪, তারিখ জুলাই ১৮, ২০১২)। বাদী তার মামলায় উল্লেখ করেন, মনি বেগমের সঙ্গে হত্যাকান্ডের শিকার ইব্রাহিম সুমনের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধ ছিল। ১৭ জুলাই

২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় মনি বেগম ইব্রাহিম সুমনের মোবাইলে ফোন করে টাকা দেওয়ার কথা বলে পাহাড়তলী থানার অলংকার মোড়ে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর ইব্রাহীম সুমন আর ফিরে আসেনি। ১৮ জুলাই ২০১২ সীতাকুন্ডে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। এরপর বাদী মনি বেগমের সঙ্গে ফোনে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলে। কিন্তু তাঁর কথায় বাদীর সন্দেহ হলে সে মনি বেগমকে অভিযুক্ত করে মামলা করেন। ওই দিন রাতেই বিশ্বকলোনীস্থ মনি বেগমের নিজ বাড়ি থেকে মনি বেগমকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তবে তদন্ত এখনো সম্পুর্ণ হয় নি। মনি বেগমের উপর নির্যাতনের অভিযোগ প্রসঙ্গে এসআই খালেদ বলেন, মনি বেগমের স্বভাব চরিত্র খারাপ, সে একজন ধুর্ত ও হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সাথে দুধর্ষ সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারী খুনী চক্রের যোগাযোগ আছে বলে তদন্তে প্রমানিত হয়েছে। রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতেই সে অসুস্থ হবার অভিনয় শুরু করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

৩১ জুলাই ২০১২, সীতাকুন্ড মডেল থানার এস আই মুঃ খালেদ হোসেন কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোর্ট চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট, আদালত, চট্টগ্রাম বরাবর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম এর ব্যাবস্থাপত্রের কপি ১ পাতা সংযুক্ত করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ৩০ জুলাই ২০১২ সকালে আসামী নিজেকে হাপানী, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ইত্যাদি রোগের অসুস্থ্যবোধ করছে জানালে থানার কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা ও ব্যাবস্থাপত্র প্রদান করে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-এ নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করে পর্যবেক্ষনের জন্য আসামীকে ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ডের শয্যা নং-১৭ তে চিকিৎসাধীন রাখেন। উক্ত আসামীর হাপানী, উক্ত রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে ভুগছেন বিধায় তাঁকে সুস্থ হিসাবে ছাড়পত্র প্রদানের লক্ষে পর্যবেক্ষনে রাখা হয়েছে মর্মে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়। কিন্তু অধিকারের তথ্যানুসন্ধানে, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ক্যাজুয়ালিটি বিভাগের দুটি ব্যাবস্থাপত্র পাওয়া গেছে। যার একটিতে মনি বেগমকে ডায়াবেটিস এর রোগী হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং অপরটিতে ইনজুরি নোট দেয়া আছে।

N-Casualty
B-17.
R-72524/7

বাংলাদেশ ফরম নং ৮১৭
হাসপাতাল ....

ছাড়পত্র

প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, জনাব মনি বেগম (৪০ বছর)
পিতা/স্বামী মোঃ শফিকুর রহমান
ঠিকানা ফুলতলী, চট্টগ্রাম
অত্র হাসপাতালে সার্জারী বিভাগে ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ডে
১৭ শয্যা/কেবিনে ৩০/৭/১২ হইতে ৭/৮/১২
তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন।
তিনি Physical assault
ভুগিতেছিলেন।
তারিখ ০৭/০৮/১২ স্বাক্ষর
পদবী Intern
রেজিঃ নম্বর

হাসপাতাল ত্যাগকালে উপদেশ ও ব্যবস্থাপত্র ঃ-
খাবার – স্বাভাবিক
১। Tab. ~~Furocef~~ Turbocef 500mg/ Cap. Triocim 200mg
১+০+১ ....দিন, ১২ ঘন্টা পর পর → ২০/৮/১২ তারিখ পর্যন্ত খাবেন
২। Tab. Xidolac 10mg
১+০+১, ভরা পেটে ....৬.... দিন
৩। Cap. Proceptin 20 mg
১+০+১ (খাবার ১/২ ঘন্টা পূর্বে) ....২৮.... দিন।
~~৪। Tab. Bextrum Gold~~
০+০+১ (খাবার ১/২ ঘন্টা পূর্বে) .... দিন।

উপদেশ:
১) নিয়মিত ঔষুধ খাবেন
২) নিচের টেস্টগুলো করবেন
- Xray Rt knee (B/V) → রিপোর্ট নিয়ে অর্থোপেডিক বহির্বিভাগে দেখাবেন
- ECG
- Serum Creatinine
- RBS
→ এই test সমূহ করে মেডিসিন বহির্বিভাগে যোগাযোগ করবেন
৩) কোন সমস্যা হলে পূর্বের কাগজপত্রসহ সার্জারী বহির্বিভাগে যোগাযোগ করবেন।

বিঃ দ্রঃ- পুনরায় ভর্তি বা উপদেশের জন্য এই ছাড়পত্র অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন।

ক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল ঃ

Injury note:
There are bruise in different parts of body.
In left arm → 2 bruises, one is 1x2 cm another is 2x2 cm
In left forearm → a bruise present in extensor surface, just above the wrist joint & little finger
2 cm above left elbow, on medial side of arm a bruise about 1x2 cm.
In Rt arm → in extensor surface 3 cm below elbow joint.
Small burn mark in proximal phalanx of Rt thumb.
Bruise in the lateral side of left knee (0.5x0.5) cm
Bruise in medial side of Rt knee & lower thigh 1x1 cm.
Bruise over Rt knee 2x2 cm.
Bruise over Rt great toe and 1st Metatarsal 4x3 cm.
Bruise over left great toe 2x2 cm.

প্রদত্ত চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসার বিবরণ ঃ
- Tab. Furocef 500mg
- Tab. Protonil 20mg.
- Tab. Rolac 10mg.
- Tab. Emistat 8mg.
- Syrup Entacyd.

ছবিঃ চমেক হাসপাতালের মূল ব্যাবস্থাপত্র, ইনজুরি নোটসহ
তথ্যসূত্রঃ অধিকার

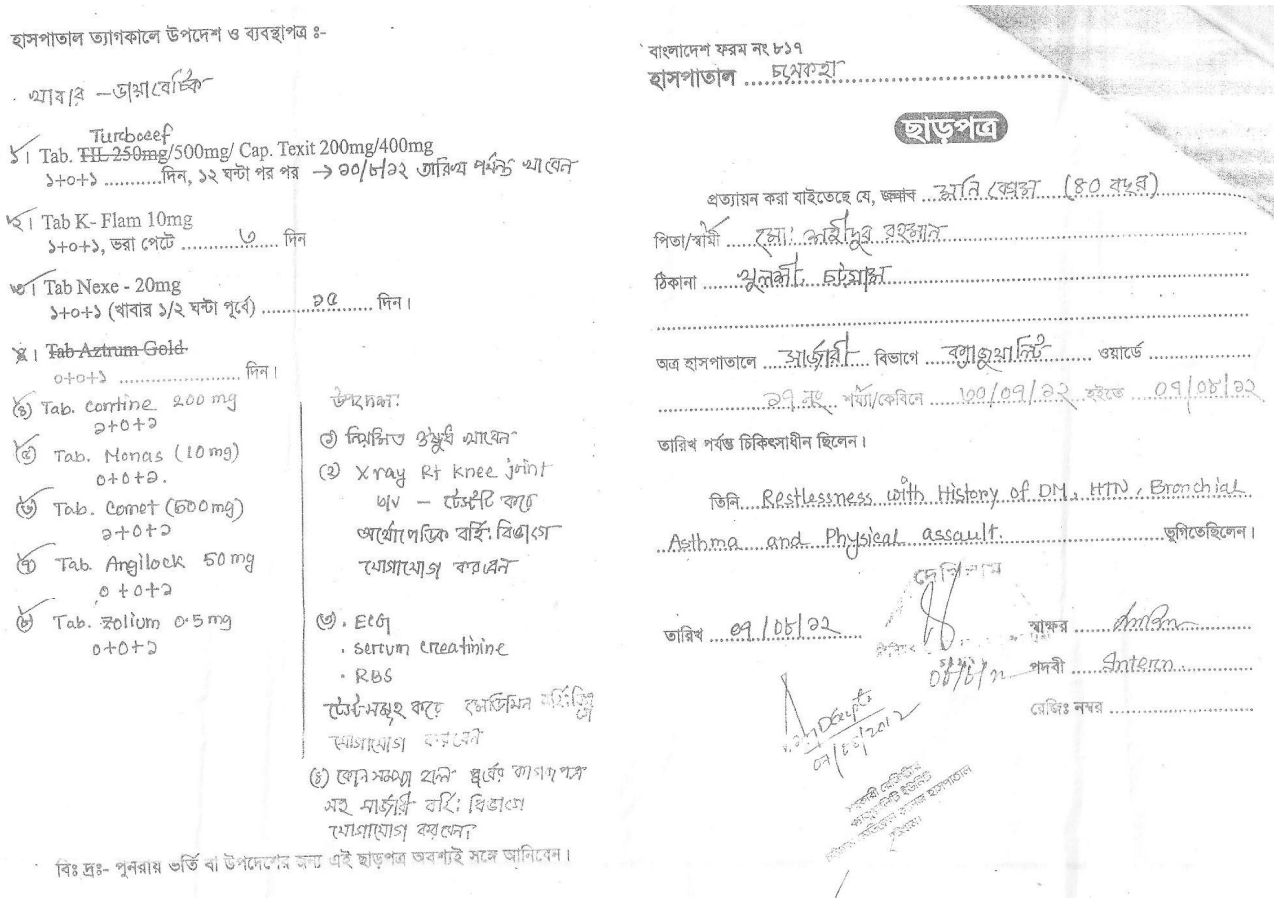

হাসপাতাল ত্যাগকালে উপদেশ ও ব্যবস্থাপত্র ঃ-

১। Tab. Turbocef/500mg/ Cap. Texit 200mg/400mg
১+০+১ ....দিন, ১২ ঘন্টা পর পর

২। Tab K- Flam 10mg
১+০+১, ভরা পেটে ......৩...... দিন

৩। Tab Nexe - 20mg
১+০+১ (খাবার ১/২ ঘন্টা পূর্বে) ......১৫...... দিন।

৪। ~~Tab Aztrum Gold~~
০+০+১ .... দিন।

(৫) Tab. Cortine 200 mg

(৬) Tab. Monas (10 mg)

(৭) Tab. Comet (500 mg)

(৮) Tab. Angilock 50 mg

(৯) Tab. Zolium 0.5 mg

(২) X ray Rt knee joint

(৩) ECG
· Serum creatinine
· RBS

বিঃ দ্রঃ- পুনরায় ভর্তি বা উপদেশের জন্য এই ছাড়পত্র অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন।

বাংলাদেশ ফরম নং ৮১৭
হাসপাতাল ......চমেকহা......

ছাড়পত্র

প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, জনাব ......মনি বেগম (৪০ বছর)......
পিতা/স্বামী ......
ঠিকানা ......
অত্র হাসপাতালে ......সার্জারী...... বিভাগে ...... ওয়ার্ডে ......
...... শয্যা/কেবিনে ......১০/০৭/১২...... হইতে ......০৭/০৮/১২......
তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তিনি......Restlessness with History of DM, HTN, Bronchial Asthma and Physical assault......ভুগিতেছিলেন।

তারিখ ......০৭/০৮/১২......
স্বাক্ষর ......
পদবী ......Intern......
রেজিঃ নম্বর ......

ছবিঃ চমেক হাসপাতালের জাল ব্যাবস্থাপত্র
তথ্যসূত্রঃ অধিকার

সর্বশেষ অবস্থা

৩০ অক্টোবর ২০১২, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মু. খালেদ হোসেন অধিকারকে জানান, মামলাটি বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারাধীন আছে (মামলা নং-১৯, ধারা-৩০২/৩৪, তারিখ জুলাই ১৮, ২০১২) এবং মনি বেগম বর্তমানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় আছেন। খালেদ হোসেন আরো জানান, ইব্রাহিম সুমন হত্যার ঘটনায় সীতাকুন্ড থেকে পুলিশ সদস্যরা মোহাম্মদ জাবেদ ও কালাম হোসেন নামের দুই জনকে সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেপ্তার করেছে। ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতে তারা ইব্রাহীম সুমন হত্যাকান্ডের সঙ্গে মনি বেগমের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

অধিকারের বক্তব্য

নির্যাতন বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ এর লঙ্ঘন। তারপর ও দীর্ঘদিনের দায়মুক্তির সংস্কৃতির ফলাফল স্বরূপ নির্যাতন চলে আসছে। ফলে দেশে আইনের শাসন প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। অধিকার, মনি বেগমের উপর পুলিশী হেফাজতে চালানো নির্যাতনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবী করছে।